01 MAR 2016
তারিখ ... 29 FEB 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৬

যুগান্তর

কুমিল্লায় ২ সহোদর হত্যাকাণ্ড

# হত্যার পরিকল্পনা নিয়ে ঢাকা থেকে আসে ঘাতক ছোটন

## তালাবদ্ধ বিদ্যালয়ে উড়ছে কালো পতাকা

**কুমিল্লা ব্যুরো**

কুমিল্লায় মেহেদী হাসান জয় ও মেজবাউল হক মনি নামের সহোদর হত্যার ঘটনার তিন দিন পরও শোকে স্তব্ধ মহানগরীর ঢুলিপাড়া এলাকা। আদরের দুই সন্তানকে হারিয়ে বাবা আবুল কালাম ও মা রেখা বেগম যেন শোকে পাথর। সন্তানদের ছবি জড়িয়ে সারাক্ষণ কাঁদছেন মা। কাঁদছেন বাবা ও আত্মীয়স্বজনরা। তাদের সান্ত্বনা দিতে ছুটে আসছেন প্রতিবেশী ও শুভাকাঙ্ক্ষীরা। সম্পত্তির জন্যই ওই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এমনই তথ্য বেরিয়ে এসেছে যুগান্তরের অনুসন্ধানে। পরিকল্পনা নিয়েই ঢাকা থেকে কুমিল্লায় ছুটে আসে ক্ষুব্ধ ঘাতক ঢাকার ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটির বিবিএ শেষ বর্ষের ছাত্র মো. আল শফিউল ইসলাম ছোটন। এ নৃশংসতার পেছনে তার মায়ের ইন্ধন ছিল এমন তথ্যও বেরিয়ে আসছে। তবে ঘাতক ছোটনকে গ্রেফতার করতে পারলেই সব রহস্যের জট খুলবে বলে পুলিশের ধারণা।

জানা যায়, ঢুলিপাড়ার মুদি ব্যবসায়ী তার প্রথম স্ত্রী রোকেয়া বেগমকে রেখেই ১০ বছর আগে দ্বিতীয় বিয়ে করেন রেখা আক্তারকে। প্রথম স্ত্রীর তিন মেয়ে ছাড়াও একমাত্র ছেলে ছোটন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত। দ্বিতীয় স্ত্রীর সন্তান ছিল জয় ও মনি। দ্বিতীয় বিয়ের পর থেকেই উভয় সংসারে টানাপোড়েন শুরু হয়। প্রায়ই ঝগড়া হতো উভয় স্ত্রীর মধ্যে। তবে চলতি মাসের শুরুতে সাড়ে ১৭ লাখ টাকা ব্যয়ে সম্পত্তি ক্রয় করে তা তিন ছেলের নামে রেজিস্ট্রি করার উদ্যোগ নেয়া হলে বিরোধ চরম আকার ধারণ করে। এ নিয়ে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে প্রথম স্ত্রী ও তার ছেলে ছোটন। ব্যবসায়ী আবুল কালাম জানান, তার ছেলে ছোটন অন্য সময় ঢাকা থেকে বাড়িতে আসার আগে তাকে মুঠো ফোনে জানালেও এবার বাড়িতে আসে আকস্মিকভাবে। গত ২৫ ফেব্রুয়ারি রাতে ঢাকা থেকে কুমিল্লাস্থ ঢুলিপাড়া বাড়িতে এসে ছোটন ছিল একদম চুপচাপ। তার সৎ মা রেখা বেগম রাতে তাকে খাওয়ার কথা বললেও সে খায়নি। ২৬ ফেব্রুয়ারি সকাল থেকেই সে সবার সঙ্গে অস্বাভাবিক আচরণ করছিল। ছোটনের মা রোকেয়া বেগম বেশির ভাগ সময় বাবার বাড়িতে থাকলেও ঘটনার দিন সে ছিল ওই বাড়িতেই। বাড়িতে দুই সন্তানকে একা পেয়ে নির্বিঘ্নেই নৃশংসভাবে হত্যা করে ঘরের বিছানায় লাশ ফেলে পালিয়ে যায় ছোটন। দুই সন্তানের মা ও মামলার বাদী রেখা বেগম জানান, আমার দুই ছেলের হত্যার পরিকল্পনা করে রোকেয়া বেগম এবং ছোটনকে দিয়ে হত্যাকাণ্ড শেষে মা-ছেলে বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। এদিকে হলিচাইল্ড প্রি-ক্যাডেট স্কুলের শিক্ষার্থীরা প্রিয় সহপাঠী মেহেদী হাসান জয় (৭) ও মেজবাউল হক মনিকে (৫) হারিয়ে

**ছোটন : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৩**

## ছোটন : ঘাতক

**(৩য় পৃষ্ঠার পর)**

বাকরুদ্ধ। সোমবার গিয়ে দেখা যায় তালাবদ্ধ বিদ্যালয়ে উড়ছে কালো পতাকা। শোকার্ত পরিবারকে সমবেদনা জানাতে শত শত লোক ভিড় করছেন আবুল কালামের বাড়িতে। আদরের দুই শিশু সন্তানকে হারিয়ে বারবার মূর্ছা যাচ্ছে মা রেখা বেগম। আবুল কালাম জানান, প্রথম স্ত্রী রোকেয়া বেগমের অত্যাচার ও বেপরোয়া চলাফেরা সহ্য করতে না পেরে ১০ বছর আগে তিনি দ্বিতীয় বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি আরও জানান, এ হত্যাকাণ্ডের পেছনে এলাকার একজন মাতবর তার ছেলেকে ইন্ধন দিয়েছে। ওই হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় শনিবার দিবাগত গভীর রাতে জেলার সদর দক্ষিণ মডেল থানায় ওই মামলাটি দায়ের করেন নিহত দুই শিশুর মা রেখা বেগম।

উল্লেখ্য, পারিবারিক বিরোধের জের, অংশীদারিত্ব ও সম্পত্তির লোভে শনিবার বিকালে কুমিল্লা মহানগরীর ঢুলিপাড়ার ব্যবসায়ী আবুল কালামের প্রথম স্ত্রী রোকেয়া বেগমের ছেলে ঢাকার ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটির বিবিএ শেষ বর্ষের ছাত্র মো. আল শফিউল ইসলাম ছোটন তার সৎ ভাই স্থানীয় হলিচাইল্ড প্রি-ক্যাডেট স্কুলের প্রথম শ্রেণীর ছাত্র মেহেদী হাসান জয় (৭) ও একই স্কুলের নার্সারি শ্রেণীর ছাত্র মেজবাউল হক মনিকে (৫) গলায় রশি পেঁচিয়ে ও শ্বাসরোধ করে হত্যা করে। পরে উভয়ের লাশ ঘরের খাটের ওপর রেখে ঘরের দরজায় তালাবদ্ধ করে পালিয়ে যায় ঘাতক। এ সময় ব্যবসায়ী আবুল কালাম তার শাশুড়ির চেহলাম উপলক্ষে দ্বিতীয় স্ত্রী রেখা বেগমকে নিয়ে শ্বশুরবাড়ি জেলার ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলার ভাস্নক গ্রামে ছিলেন। এ বিষয়ে কুমিল্লার পুলিশ সুপার মো. শাহ আবিদ হোসেন জানান, ঘাতক ছোটনকে গ্রেফতার করতে পুলিশের কয়েকটি টিম মাঠে কাজ করছে।